শর্তে ক্ষমা পেলেন গাংনীর ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান পাশা

দলীয় সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার শর্তে ক্ষমা পেলেন মেহেরপুরের গাংনীর ষোলটাকা ইউপি চেয়ারম্যান ও ষোলটাকা ইউনিয়ন যুবলীগের সাবেক সভাপতি আনোয়ার হোসেন পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারি) বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের স্বাক্ষরিত পত্রে তাকে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

গত স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের সময় আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন না জানিয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আনোয়ার হোসেন পাশা নির্বাচনে অংশ নেন এবং বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন। স্থানীয় আওয়ামীলীগের সু-পারিশে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়।

এমতাবস্থায় গত ১৭ ডিসেম্বর ২২ইং তারিখে গণভবনে অনুষ্ঠিত আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ি সংগঠনের গঠনতন্ত্রের ১৭(৬) এবং ৪৭(২) ধারা মোতাবেক দলের কার্যনির্বাহী সংসদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আবেদন করেন আনোয়ার হোসেন পাশা। বিষয়টি পর্যালোচনা শেষে দলীয় সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী কার্যক্রম সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করার শর্তে ক্ষমা প্রদর্শন করা হয়।

গাংনীর রানা চেয়ারম্যানের অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার করেছে আওয়ামীলীগ

মেহেরপুরের গাংনী কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা

আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানার অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ।

বৃহস্পতিবার (২৬ জানুয়ারী) কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপির স্বাক্ষরিত পত্রে অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহারের এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এমপির স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়েছে, আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচন করায় জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানাকে সংগঠন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরবর্তীতে জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানার আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০২২ সালের ১৭ ডিসেম্বর গণভবনে আওয়ামীলীগের জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংগঠনের স্বার্থ পরিপন্থী না করার শর্তে তার অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার করা হয়।

অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার সংক্রান্ত অনুলিপি কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক,মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন এমপি ও জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেককে দেয়া হয়েছে।

অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে দলীয় নেতাকর্মীরা আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদক মো: মিজানুর রহমান রানা বলেন,তার অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় তিনি সহ তার কর্মী সমর্থকরা খুশি।
অব্যাহতির আদেশ প্রত্যাহার হওয়ায় মো: মিজানুর রহমান রানাকে আওয়ামীলীগের কমিটিতে গুরুত্বপূর্ন পদ দেওয়ার দাবি করেছে আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা।

আওয়ামীলীগ সভানেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি বলেন,কাথুলী ইউনিয়নের জনগনের ভালোবাসা আর সমর্থন নিয়ে পরপর তিনবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত

হয়েছেন। এর মধ্যে গতবার আওয়মীলীগের মনোনয়ন পেয়ে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু এবার কুচক্রী মহলের মিথ্যা প্ররোচনার কারনে এবার দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হয়। কিন্তু আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীদের পাশে দাঁড়াতে তাদের আবদার রক্ষা ও জনগনের চাপে পড়ে নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছেন। সদ্য নির্বাচনে প্রায় ২ হাজার ভোট বেশি পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন। এই বিজয় সহ প্রতিটা বিজয় আওয়ামীলীগ ও কাথুলী ইউনিয়নের আমার প্রান প্রিয় জনগনকে উৎস্বর্গ করেছি। নির্দল নির্বাচন করলেও আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ধরে রেখে জনগনের সেবা করে চলেছি।

মো: মিজানুর রহমান রানা মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের ত্রান ও সমাজকল্যান সম্পাদকের পাশাপাশি কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের পরপর তিন বারের নির্বাচিত হয়ে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া দীর্ঘ ১২ বছরেরও বেশি সময় মেহেরপুর জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপের সাধারন সম্পাদক,কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ,ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত রয়েছেন।

গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে ৭ আসামি গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৭ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গতকাল বুধবার সন্ধা থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছেন।

আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলায় ১ জন করমদি গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে শওকত আলী মামলা নং ২৭৮/২২।

সিআর মামলায় একজন মহিলাসহ ৪ জন আসামি এরা হলেন হেমায়েতপুর বাজার পাড়ার জহুরুল ইসলামের স্ত্রী মোছা: তহুরা খাতুন মামলা নং ৫২৪/২২,গাড়াডোব গ্রামের তাজের আলীর ছেলে মো: কুদ্দুস আলী মামলা

নং ৪৭৮/২২,ধর্মচাকি গ্রামের মৃত রহিমের ছেলে মো: নিজাম উদ্দিন মামলা নং ১/২৩,ধর্মচাকি গ্রামের জফের উদ্দিনের ছেলে মো: আজিজুর রহমান মামলা নং ০১/২৩।

এছাড়াও অনান্য মামলায় দুইজন মানিকদিয়া গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে মো: মোমিনুল ইসলাম মামলা নং ২৫(১২)২২,আযান (দক্ষিণ পাড়া) গ্রামের মো: ইয়ারুলের ছেলে মো: মিঠুন হোসেন মামলা নং ৩৫(১)২৩ কে গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে একাধিক টিম অভিযানে অংশ নেন। গ্রেফতারকৃত আসামিদের আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে ।

গাংনীতে পিকেএসএফ এর কম্বল বিতরণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর উদ্যোগে দারিদ্র বিমোচন সংস্থা (ডিবিএস) এর সহযোগীতায় মেহেরপুরের গাংনী, বামন্দী ও কাজীপুর ইউনিয়নের অসহায় হতদরিদ্র ৭০০ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয় ।

বুধবার সকালে ডিবিএস এর গাংনী শাখা অফিস প্রাঙ্গণে ডিবিএস এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু জাফরের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোছাঃ রনি খাতুন।

এ সময় গাংনী উপজেলা অফিসার মোছাঃ রনি খাতুন বলেন, পিকেএসএফ ও ডিবিএস কে সামাজিক সেবামূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানান । তিনি আরো বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার সব সময়ই জনকল্যাণমূলক কর্মীদের পাশে আছেন ।

ডিবিএস এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবু জাফর বলেন, পিকেএসএফ সব

সময়ই বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে । ডিবিএস পিকেএসএফ এর এই সেবামূলক কার্যক্রম মাঠপর্যায়ে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত । ভবিষ্যতে ডিবিএস ও পিকেএসএফ এভাবেই মানুষের সেবাই এগিয়ে আসবে বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন ।

এছাড়া একইদিনে পৃথক পৃথকভাবে ডিবিএস এর বামন্দী ও কাজীপুর শাখাতেও ডিবিএস এর অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মোট ৭০০ জন দুস্থ ও অসহায় মানুষদের মধ্যে এই কম্বল বিতরণ করা হয় । মূলত তৃণমূল পর্যায়ে যথাযথ জরিপের মাধ্যমে উল্লেখিত তিনটি ইউনিয়নের ৭০০ জন অসহায় শীতার্ত মানুষের তালিকা করা হয় । এবং সেই তালিকার ওপরে ভিত্তি করেই এই কম্বলগুলো বিতরণ করা হয় । কম্বল প্রাপ্ত অসহায় মানুষদের বেশিরভাগই ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ। তবে অনেক এতিম, প্রতিবন্ধী ও বিধবা নারীও এই কম্বল পেয়েছেন ।

উল্লেখ্য যে, এর আগেও গত ১৬ই জানুয়ারী রোজ সোমবার মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়স্থ ২৪০ জন অসহায় শীতার্তের মাঝে ডিবিএস তার নিজস্ব অর্থায়নে কম্বল বিতরণ করে ।

সদর উপজেলা জামায়াতের আমির ও বুড়িপোতা ইউনিয়ন আমির গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর উপজেলার কামদেবপুর থেকে উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা ও রাধাকান্তপুর থেকে বুড়িপোতা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির হামিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বুধবার সকালে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল নিজ নিজ গ্রাম থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
সোহেল রানা কামদেবপুর গ্রামের আব্দুল মান্নানের ছেলে এবং হামিদুল ইসলাম রাধাকান্তপুর গ্রামের হানিফ মিয়ার ছেলে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি তদন্ত শেখ মইনুল ইসলাম জানান, গ্রেফতারকৃত জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে নাশকতার মামলা চলমান রয়েছে। যার মামলা নম্বর-২২, তারিখ ১৪/০১/২০২৩ ইং। গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরে আদি বম্বে ব্রেড এন্ড সুইটস’র ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে আদি বম্বে বেড এন্ড সুইটস কারখানায় অভিযান চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বুধবার দুপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় স্যানিটারি পরিদর্শক তারিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, অভিযানে জানতে পারি আদি বম্বে ব্রেড এন্ড সুইটসের কারখানায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি, মানুষের শরীরের জন্য ক্ষতিকারক রং ও অবৈধভাবে বিএসটিআই এর লোগো এবং ভূয়া লাইসেন্স ব্যবহার করে উৎপাদন করে। এ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪২ ও ৪৩ ধারায় আদি বম্বে ব্রেড এন্ড সুইটসের মালিক রাসেলকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরে বিএনপির অপর অংশের

সমাবেশ

মেহেরপুরে গণতন্ত্র হত্যা দিবস গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারে ১০ দফা দাবি দাবিতে বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার বিকেলে জেলা বিএনপির বড়বাজার কার্যালয়ে এ বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা যুবদলের সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলাল এর সঞ্চালনায় জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আলমগীর খান ছাতু সহ-সভাপতি জেলা বিএনপি। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপি’র সংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা জিয়া মঞ্চের সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহমুদ সানি।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম মিন্টু, জিয়া মঞ্চের যুগ্ন আহবায়ক হাসানুজ্জামান বিপলু, যুবনেতা ইসমাইলসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের শোভাযাত্রা

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি অনুমোদন দেওয়ায় আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি থেকে শোভাযাত্রা বের হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে মেহেরপুর প্রেসক্লাবে গিয়ে শেষ হয়।

আনন্দ শোভাযাত্রাতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল ইসলাম সোবহান ও সদস্য সচিব বারিকুল ইসলাম

লিজন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কামাল হোসেন জুয়েল, শোয়েবুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, আমিনুল ইসলাম খোকন, মতিউর রহমান, জুয়েল রানা, শেখ মো: শরিফ রেজা পান্না, রাশেদুল ইসলাম আনন্দ, তৌহিদুল ইসলাম তৌহিদ, হানিফ খান,জীবন আকবর, রেজাউল করিম, শাহরিয়ার হাসান, রবিউল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন, শেখ সাদিক, রুবেল হোসেন, আশরাফুল ইসলাম।

পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশ

মেহেরপুরে ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫ এর গণতন্ত্র হত্যা দিবস স্মরণে ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ১০ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে জেলা বিএনপি’র সমাবেশ।

বুধবার বিকালে মেহেরপুর কাথুলী বাসস্ট্যাণ্ডে জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুনের সভাপতিত্বে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপি’র সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির যুগ্ন-সম্পাদক আরজুল্লা মাস্টার বাবলু।
সমাবেশে জেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

মেহেরপুরের সুবিদপুরে রাস্তার মাটি কেটে পুকুর তৈরির অভিযোগ

মেহেরপুরের সদর উপজেলার সুবিদপুর গ্রামে পুকুর খনন করে (সুবিদপুর-খাঁ পাড়ার) রাস্তা বন্ধের অভিযোগ করেছে গ্রামবাসীরা।

সুুবিদপুর খাঁ পাড়ার অর্ধশত ব্যক্তি মেহেরপুর সদর এসি ল্যাণ্ডের কাছে মো: শাহিন মল্লিক নামের এক মৎস ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি এ কাজ করলেও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি।

স্থানীয়দের অভিযোগ,এ রাস্তাটা মোট ৫৫ ফিট তার ভিতরে পুকুরে দখলে চলো গেছে ৭ ফিট। গ্রামটি যদি কোন মানুষ মারা যায় তাহলে খাটুলি নিয়ে যাওয়ার অবস্থা নাই। এর আগে আমরা গ্রামের লোকজন মিলে টাকা তুলে আমিন নিয়ে এনেছি ও রাস্তা মেপে পিলার মেরেছি। এবং আমরা বলেছি আপনাদের পুকুরের সিমানার মধ্যে আপনারা পুকুর খনন করেন কিন্তু তারা কারেনি।

স্থানীয়দের আরো অভিযোগ, এ আগে আমরা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন কে ৩ দিন নিয়ে এসেছি। তিনি দেখে বলেছেন ঘাট খননের জন্য রাস্তাটা ভাঙ্গছেনা আপনারা আপনাদের আপন আপন ঘাট বাধেন। তারপরে আমরা রাস্তার ব্যবস্থা করবে এমনকি উপজেলা ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন চান্দি নিবো আপনারা রাস্তাটা বেধে দেন। এ রাস্তা দিয়ে সুবিদপুর উত্তর পাড়া থেকে ২০০ জন ছাত্র-ছাত্রী পড়তে আসে আর বর্ষা হলে তারা তাদের প্যান্ট জড়িয়ে আর ছেন্ডেল হাতে নিয়ে স্কুলে যায়।

এদিকে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, আমরা যখন স্কুলে যায় তখন যদি এ রাস্তা দিয়ে কোন গাড়ি আশে তাহলে আমরা সাইড দিতে গেলে আমাদের পুকুরের দিকে ঠলে পড়তে হয় এমকি যখন শীত কালে পুকুর খনন করে তখন রাস্তাতে অনেক ধুলা বাতাস উঠলে আমাদের চোখে মুখে ভর্তি হয়ে যায়।